Visit http://www.asram.org

সাধু বেনেডিক্টের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী

পটভূমিকা

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পরে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে। এই সময় বহু বছর ধরে প্রভাবশালী রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছিল। ইতালি দখল করে, অন্য দেশের নিষ্ঠুর বর্বররা নিয়ে এসেছিল ভয়-বিভীষিকা, লুণ্ঠন ও মৃত্যুর আতঙ্ক। চারিদিকে শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবে ছেলে-মেয়েরা হয়ে যাচ্ছিল যত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাস। গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরাও ভূমির উপর নির্ভর করতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে। দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর কালো ছায়া ধাপে ধাপে আচ্ছাদিত করছিল সমগ্র দেশ।

অবশেষে ভিসিগোতি বর্বর গোষ্ঠীর রাজা তেওদরিকুস হতে পারলেন ইতালির একমাত্র রাজা। এতে দেশে শান্তি ফিরে এল, স্কুল-কলেজ আবার খুলল, কৃষকেরা কাজ করতে লাগল মাঠে।

বেনেডিক্টের জন্ম ও শিক্ষা

প্রায় এসময়ে, ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে, মধ্য ইতালির নুর্সিয়া শহরে বেনেডিক্টের জন্ম। তার পিতামাতা এউত্রপিউস ও আব্বুন্দান্তিয়া ছিলেন শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম। অবশ্যই তাঁদের আশা ছিল, তাঁদের সন্তানেরা রোম নগরীতে একদিন উচ্চপদের মর্যাদা লাভ করবে।

এজন্য তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁদের মেয়ে স্কলাস্তিকাকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নিকটবর্তী সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে রেখেছিলেন। কিন্তু বেনেডিক্টকে নিয়ে সমস্যা। কেননা উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র রোম নগরী, নুর্সিয়া থেকে অনেক দূরে, একশ' কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত। আবার তখন ট্রেন-গাড়ি বা বাসের মত যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবুও কঠিন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এউত্রপিউস ও আব্বুন্দান্তিয়া স্থির করলেন, বালক বেনেডিক্ট রোমে যাবেই যাবে।

কিন্তু রোমে গিয়ে ছাই হয়ে গেল বেনেডিক্টের যত স্বপ্ন। বালক বেনেডিক্ট চেয়েছিল শিক্ষা, সততা, পরিশ্রম, শৃঙ্খলা, ইত্যাদি গুণ, অথচ পাচ্ছিল ঔলস্য, ঔদাসিন্য, দুষ্টামি। অল্প বয়সের বালক হয়েও বেনেডিক্ট দৃঢ়ভাবে বুঝতে পরেন যে প্রকৃত মানবমর্যাদা মানুষের অন্তর থেকেই উৎপন্ন হয়, আর এজন্য প্রয়োজন একান্ত শান্ত-নীরব পরিবেশ।

বেনেডিক্টের সমস্যা বুঝতে পেরে একদিন তার বিশ্বস্তা দাসী চেচিলিয়া তাকে একটি পরামর্শ দিয়ে বলে: 'আমার প্রিয় বেনেডিক্ট, মহানগরীর আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ছেড়ে, চল, আমার নিজের ছোট্ট গ্রামে চলে যাই। সেখানে গিয়ে তুমি এমন একজন সাধু ও সুশিক্ষিত পুরোহিত পাবে যিনি সবদিক দিয়েই তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।' সেই ছোট্ট গ্রাম আফিলোতে চলে গেল বেনেডিক্ট। সেই উত্তম পুরোহিতের সঙ্গে সে পেল আর কতজন বন্ধু যারা তার মত প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছা করত।

সেখানে থেকে বাহ্যিক শিক্ষার সঙ্গে বেনেডিক্টের ধর্মীয় বোধেরও উন্নতি হল। সে এখন ধ্যান ও প্রার্থনায় যথেষ্ট সময় কাটায়। ঐশঅনুগ্রহের আলোতে তার মুখমন্ডলের রূপান্তর ঘটে। আফিলোর লোকে তার উজ্জ্বল চাহনি ও উত্তম আচরণে মুগ্ধ হতে লাগল। সবাই অনুভব করল, তার কাছে থাকলে তাদের মঙ্গল হবে।

বেনেডিক্টের প্রথম অলৌকিক কাজের ফলে তার পবিত্রতার খ্যাতি আরও বিস্তার লাভ করতে লাগল। মাটির তৈরী একটা পাত্র ভেঙে যাওয়ায় তাঁর দাসী চেচিলিয়া খুব দুঃখ পায়, কেননা পাত্রটি ছিল পরের জিনিস। বিশ্বস্তা দাসীর দুঃখ দেখে বেনেডিক্ট প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করেন আর দেখ—আশ্চর্য! ভাঙ্গা পাত্রের এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলো এমনিই সম্মিলিত হয়ে পাত্রটি আবার একেবারে নতুন পাত্র হয়ে গেল। এ আশ্চর্য কাজের জন্য আশেপাশের সবাই খুবই আনন্দিত হল।

নিভৃত জীবনের সন্ধানে

অলৌকিক কাজ সম্পাদন করলেন বেনেডিক্ট এবং সেইসঙ্গে নিজের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাও অর্জন করলেন তিনি, তবে স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, 'এটি আমার পথ নয়। আমি চাই না মানুষের প্রশংসা। আমি চাই নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রার্থনারত জীবন যাপন করতে।' আফিলোর কাছাকাছি একটি দুর্গম জায়গা আছে। পাহাড়ের মধ্যে কতকগুলো গুহা আছে যেখানে বাস করে মানুষ জনতার দৃষ্টি এড়াতে পারে, ঠিক তা-ই করলেন যুবক বেনেডিক্ট। একটি গুহা তিনি বেছে নিলেন তাঁর নিজের বাসস্থানরূপে। সেই গুহা হল বেনেডিক্টের কঠোর তপস্যা আর অবিরত প্রার্থনা-জীবনের একমাত্র সাক্ষী।

একদিন সেই জনশূন্য জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বেনেডিক্ট দৈবাৎ একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন, নাম তাঁর রোমানুস। বেনেডিক্ট তাঁকে বললেন, 'আপনি আমার গুরু হোন।' স্বামীজী সম্মতি জানিয়ে বেনেডিক্টকে সন্ন্যাস

পোশাক পরালেন। এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে বেনেডিক্ট হলেন সন্ন্যাসী। এ ঘটনা যে স্থানে ঘটল তার সবচেয়ে কাছের গ্রামের নাম সুবিয়াকো।

স্বামীজী রোমানুসের আশ্রম বেনেডিক্টের গুহা থেকে বেশ কিছু উপরেই ছিল। আশ্রম থেকে এমন কোন পথ ছিল না যা দিয়ে সহজে বেনেডিক্টের গুহায় যাওয়া যেতে পারত। বেনেডিক্টকে নিজের দৈনিক খাবারের এক টুকরো রুটি দেবার জন্য স্বামীজী রোমানুস সেই রুটির টুকরো ঝুড়ির মধ্যে দিয়ে ঝুড়িটা দড়িতে বেঁধে উপর থেকে গুহার সামনে পর্যন্ত নামিয়ে দিতেন। দড়ির সঙ্গে একটা ঘণ্টা বাঁধা থাকত। ঘণ্টার শব্দ শুনে বেনেডিক্ট বুঝতেন, খাবার এসেছে। এব্যবস্থা চলল দীর্ঘ তিন বছর ধরে।

এর মধ্যে বেনেডিক্ট অবিরত প্রার্থনা ও কঠোর তপস্যায় দিন কাটাচ্ছিলেন। আর এতে শয়তানের ভীষণ রাগ হয়। 'এ বেনেডিক্টকে বাধা না দিলে আমার আয়ত্ত থেকে কত আত্মাকেই না কেড়ে নেবে। আমি এমনভাবে ওকে আক্রমণ করব যে সে সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ করবেই করবে।' কিন্তু ঈশ্বরের সহায়তায় বেনেডিক্ট সবসময় শয়তানের যত রকম প্রলোভন জয় করতে পারলেন। একদিন দৈহিক তীব্র কামনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি বিবস্ত্র হয়ে ঝাঁপ দিলেন কাছের একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে। কাঁটাগুলোর তীব্র আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর সমস্ত শরীর, কিন্তু শয়তানকে যে এবারও চরমভাবে হার মেনে নিতে হল!

কঠোর তপস্যা-জীবনের তিন বছর পর, পাস্কার পর্বদিনে, হঠাৎ বেনেডিক্ট সামনে দেখতে পেলেন সুবিয়াকো গ্রামের পালক পুরোহিতকে। তিনি এসেছেন কেননা ঈশ্বর তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছেন, 'আমার প্রিয় বেনেডিক্ট না খেয়ে আছে। তার কাছে গিয়ে তোমার খাবার তার সঙ্গে ভাগ করে খাও।' পুরোহিতকে দেখে বেনেডিক্ট খুব খুশি হলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রার্থনা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন প্রভুর এক নতুন ডাক: 'তোমার নির্জন জীবনের কাল শেষ হয়েছে। এখন যাও, আমার ভক্তদের আত্মার পরিচালক হও। আমি তোমাকে করে তুলব সন্ন্যাসীদের পিতা।'

বেনেডিক্টের পবিত্র জীবনধারণের কথা শীঘ্রই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই পাহাড়িয়া অঞ্চলের রাখালেরা তাঁর কাছে আসতে লাগল। অশিক্ষিত বলে প্রথম প্রথম তাদের একটু ভয় করত। কিন্তু কিছুদিন পর তারা বেনেডিক্টের উপদেশ শোনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে তারা বলতে লাগল, 'যখন এই সাধু-সন্ন্যাসী আমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য এত কিছু করছেন, তখন এসো, আমরা আজ থেকে তাঁর বাহ্যিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার দায়িত্ব নিই।'

কিছুদিন পরের ঘটনা। নিকটবর্তী একটি আশ্রমের গুরু মারা যান। সন্ন্যাসীরা তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, 'এসো, আমরা আমাদের গুরু হিসাবে বেনেডিক্টকে বেছে নিই।' তাই বলে তারা তাঁর কাছে এলেন, কিন্তু তিনি তাদের বললেন, 'না, তা হতে পারে না, কেননা আমি এখনও অত্যন্ত যুবক। তাছাড়া আমি আপনাদের চলাফেরা তত সন্ন্যাসোচিত মনে করি না।' অবশেষে কিন্তু তাদের আকুতি-মিনতির চাপে বেনেডিক্ট সম্মতি জানালেন, 'হয় তো ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমি তাদের পরিচালক হব।'

সন্ন্যাসীদের পিতা

এভাবে শুধুমাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তিনি ভিকোভারোর আশ্রমের পরিচালক হলেন। তাঁর অনুমান ঠিকই ছিল, সেই আশ্রমের সন্ন্যাসীরা তত ভক্ত, তত ঈশ্বরান্বেষী ও তত বাধ্য সন্ন্যাসী ছিল না। তিনি তাদের সন্ন্যাসোচিত আচরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুদিন পর কয়েকজন সন্ন্যাসী দলাদলি ক'রে, অসন্তোষে বিড়বিড় ক'রে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'আসলে এই বেনেডিক্ট আমাদের জন্য উপযুক্ত পরিচালক নন। তিনি যুবক মানুষ বলে আমরা মনে করছিলাম একটু আমোদ-প্রমোদে দিন কাটানো যাবে। কিন্তু এভাবে আর চলতে পারে না, তাঁর শাসন খুব কড়া।'

আরও কিছুদিন কেটে গেল, তারপর একদিন সবাই খাবার ঘরে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য উপস্থিত। বেনেডিক্ট যখনই আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন 'হে প্রভু এ খাদ্য তোমারই দান, এ খাদ্যের আশীর্বাদ…' ঠিক তখনই তাঁর সামনে রাখা জলের পাত্র ফেটে চুরমার হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন তাঁকে বিষ পান করতে দেওয়া হয়েছিল। সকলের দিকে তিনি নিরুদ্বিগ্ন ও দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমা করুন। এ কাজ করেছ কেন? আমি কি আগে থেকেই তোমাদের বলিনি যে তোমাদের সঙ্গে আমার পড়বে না? তোমরা এখন আর একজনকে খোঁজো, কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার আর থাকা চলবে না।' এই বলে তিনি সুবিয়াকোতে ফিরে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা, নিজের আত্মার মঙ্গলের জন্যই তিনি দিন কাটাবেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা কিন্তু অন্যরকম। কেবল নিজের আত্মার মঙ্গলের জন্যই বেনেডিক্ট জীবনযাপন করতে পারলেন না, পরের আত্মিক মঙ্গলের জন্যই তাঁর জীবনকে নিবেদন করতে হল। আশে-পাশের লোকেরা তাঁর ফিরে আসার সংবাদ শুনে তাঁর কাছে এল তাঁর শিষ্য হবার জন্য। যথেষ্ট স্থান না থাকাতে, এক একজন একটা গুহায় আশ্রয় নিয়ে সন্ন্যাসজীবন অতিবাহিত করতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই বেনেডিক্ট হয়ে উঠলেন দেড়শ' জন শিষ্যের গুরু।

আশ্রমজীবন

সন্ন্যাসীদের সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে বেনেডিক্ট বুঝতে পারলেন, আসলে কিছু না কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করতেই হবে। গ্রীষ্মকালের তাপ থেকে রেহাই পাবার জন্য বেনেডিক্টের চারশ' বছর আগে রোম-সম্রাট নেরো সুবিয়াকোর দিকে একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এখন সেই প্রাসাদ ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে দেখে বেনেডিক্ট তাঁর সন্ন্যাসীদের নিয়ে সেই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাল-মসলা উদ্ধার করে কতগুলো ছোট ছোট ঘর তৈরি করলেন; পরিকল্পনা এরূপ: এক একজন সন্ন্যাসীর জন্য এক একটা ঘর এবং বারোটা ঘর নিয়ে হবে একটা স্বতন্ত্র আশ্রম। একজন সন্ন্যাসী হবে আশ্রমের পরিচালক। বেনেডিক্ট তাই বারোজন সন্ন্যাসী নিয়ে আশ্রমজীবন যাপন করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'নিজের জন্য আমি অধ্যক্ষ নাম চাই না; আমি চাই তোমাদের পিতা হতে; আর আসলে আমি তোমাদের পিতার মতই ভালবাসি, কাজেই তোমরা আমাকে আব্বা বলেই ডাকবে।

একদিন রোম থেকে উচ্চপদস্থ সরকারী কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হলেন বেনেডিক্টের আশ্রমে। তাঁরা আপন ছেলেদের তুলে দিলেন আব্বা বেনেডিক্টের হাতে। একটি ছেলের নাম প্লাচিদুস, তার বয়স ছয় বছর, এবং অপরটির নাম মাউরুস, সে প্লাচিদুসের চেয়ে বয়সে একটু বড়। দু'জনেই ছিল বেনেডিক্টের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য, তাঁরা নিজেদের সাধনার ফলে একদিন সুনাম অর্জন করলেন। মাউরুসের পরিচালনায়ই আব্বা বেনেডিক্টপন্থী সন্ন্যাসীরা ইতালির সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে কতগুলো আশ্রম স্থাপন করেন। এর ফলেই ইউরোপ মহাদেশে খ্রীষ্টবিশ্বাস এবং সেইসঙ্গে উন্নয়নের নব জাগরণ ঘটে।

একদিন প্লাচিদুস হ্রদে জল তুলতে গিয়ে জলে পড়ে যায় কিন্তু হ্রদের তীব্র স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার দেওয়ার শক্তি তার ছিল না। এর মধ্যে আব্বা বেনেডিক্ট আশ্রমে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি আত্মায় অনুভব করলেন যে প্লাচিদুস এখন মৃত্যুর সম্মুখীন। সেই মুহূর্তেই তিনি মাউরুসকে ডেকে বললেন, 'শীঘ্রই দৌড় দাও, প্লাচিদুস যে নদীতে ডুবে গেল।' মাউরুস ছুটে গিয়ে প্লাচিদুসকে চুল ধরে কূলে টেনে নিয়ে এল। কূলে আসামাত্রই সে বুঝতে পারল যে জলের উপর দিয়েই সে দৌড় দিয়েছে। আর এ সত্যও বুঝতে পারল যে, আব্বার প্রতি বাধ্যতার ফলই এ অলৌকিক কাজ।

আর একদিন আর এক যুবক সন্ন্যাসী বাগানে কাজ করছিল। হঠাৎ তার হাতের যন্ত্রটার হাতল খুলে জলে পড়ে যাওয়ায় দুঃখ করতে লাগল। একথা শুনে আব্বা বেনেডিক্ট যন্ত্রের হাতলটা হাতে নিয়ে জলের মধ্যে নিমজ্জিত করলেন। যন্ত্রটা সঙ্গে সঙ্গেই জলের তলা থেকে উঠে এসে হাতলের সঙ্গে লেগে গেল। 'এই নাও'— আব্বা যুবকটিকে বললেন—'আর দুঃখিত হয়ো না।'

পাহাড়ের চূড়ায় একটা সন্ন্যাস আশ্রম। জলের কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেকদিন সন্ন্যাসীদের নিচের নদীতে নেমে যেতে হয়। জল তুলে ভীষণ পরিশ্রম করে আবার চূড়ায় গিয়ে উঠতে হয়। আব্বা বেনেডিক্ট তাদের এ কষ্টে দয়ায় বিগলিত হন। রাত্রিবেলায় পর্বতচূড়ায় উঠে দীর্ঘ প্রার্থনার পর তিনি এক বিশেষ স্থানে তিনটে পাথর একটা অন্যটার উপরে বসিয়ে নিয়ে ফিরে আসেন। পরদিন সেই সন্ন্যাসীরা জলের জন্য আবার নদীর কূলে এলে তাদের কাছে ডেকে বললেন, 'পর্বতচূড়ায় ফিরে যাও, আর সেখানে তোমরা একটা অন্যটার উপরে সাজানো তিনটে পাথর পাবে। সেখানে মাটি খুঁড়ো। তোমাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জলের নির্ঝর সৃষ্টি করবেন।' তারা চূড়ায় উঠে সেই তিনটে পাথর খুঁজে পেয়ে মাটি খুঁড়তেই পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

আব্বা বেনেডিক্ট আনন্দের সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ আশ্রমে যত শ্রেষ্ঠ গুণাবলি ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হবে দেখেন। কিন্তু সর্বকালে সর্বস্থানে সবাই যে ভাল কিছুতেই আনন্দবোধ করে এমন নয়। তেমন ধরনের লোক আছে যারা পরের ভালকে বরং হিংসার চোখেই দেখে। আর আব্বা বেনেডিক্টের বেলায়ও তাই ঘটল। সুবিয়াকোর নিকটবর্তী একটি গ্রামের ভণ্ড পুরোহিত ফ্লরেন্তিউস, আব্বা বেনেডিক্ট ও তাঁর সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে ঘৃণা আর লজ্জাকর কথা রটিয়ে বেড়াতে লাগল। আব্বা বেনেডিক্ট শান্তি হারালেন না। বরং ফ্লরেন্তিউসের বাড়তি শত্রুতার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের একটা ইঙ্গিত দেখতে পেলেন, যা দ্বারা তিনি অনুভব করলেন যে ঈশ্বর তাঁকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে চান। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'ইতালিতে তো আরও অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে ঈশ্বরের নাম এখনও কেউ শোনেনি। আমি সেখানে গিয়ে তাদের খ্রীষ্টান করব।' তাই ৫২৯ সালে, চল্লিশ বছর বয়সে, কিছুসংখ্যক সন্ন্যাসী নিয়ে তিনি সুবিয়াকো ছেড়ে রওনা হলেন কাসিনো পর্বতের দিকে।

কাসিনো পর্বতের দিকে

তিনি দশ কিলোমিটার যেতে না যেতেই মাউরুস ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে এসে সানন্দে চিৎকার করে বললেন, 'আব্বা, আবার সুবিয়াকোতে ফিরে চলুন; যে আপনাকে নির্যাতন করত সেই ফ্লরেন্তিউস এখন তার নিজের বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে মরে পড়ে আছে।' সত্যই তাই ঘটেছিল। নিজের ঘরের জানালা দিয়ে আব্বা বেনেডিক্টকে চলে যেতে দেখে ফ্লরেন্তিউস আনন্দে মেতে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ তার দালান বিনা কারণেই খসে পড়ে গেলে সে মারা গেল। কিন্তু ফ্লরেন্তিউসের মৃত্যুতে মাউরুসকে যথেষ্ট আনন্দিত দেখে আব্বা বেনেডিক্ট আদৌ সন্তুষ্ট হলেন না। মাউরুসকে তিনি ভর্ৎসনা করে বললেন, 'পরের অমঙ্গলে আনন্দ করতে তোমার কি

লজ্জা করে না?’ তাই বলে তিনি জানুপাত করে তাঁর শত্রুর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন। সেখানে উপস্থিত সবাই দেখলেন, দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁদের আব্বা চোখের জল ফেলছেন। সকলের সঙ্গে মাউরুসও বুঝলেন, শত্রু হলেও প্রতিবেশীকে ভালবাসতে হয়—এবং তা শুধু কথায় নয়, কাজেও।

আব্বা বেনেডিক্ট সুবিয়াকোতে ফিরে গেলেন না, বরং আবার কাসিনোর দিকে চলতে শুরু করলেন। তাঁর কাছে পথ অচেনা বিধায় জায়গা-বিশেষে প্রভুর এক দূত আবির্ভূত হয়ে দেখাতে লাগলেন কোন রাস্তা ধরে যেতে হবে। এইভাবে তাঁরা একদিন কাসিনোতে পৌঁছলেন। পর্বতচূড়ায় একটা পুরাতন দুর্গ ছিল কিন্তু অনেক দিন থেকে সেখানে কেউ বাস করছিল না। আব্বা বেনেডিক্ট অনুভব করলেন, ‘এটি ধ্যান ও প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত স্থান। এইখানে স্থাপন করব আমার মঠ।’

দুর্গের কাছে ছিল একটা বন যা আগেকার পৌত্তলিকদের কাছে পবিত্র। সেখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দিরও ফেলানো ছিল। আব্বা বেনেডিক্ট কাল বিলম্ব না করেই মন্দিরে ঢুকে সেই দেবমূর্তি টুকরো টুকরো করে ফেলে সমগ্র বাগানে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তিনি একাজ করলেন যাতে নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানেরা পুনরায় সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

তারপর তিনি নিকটবর্তী যত গ্রামে গিয়ে যীশুর নাম প্রচার করে চললেন। তাঁর সংগ্রাম শয়তানেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সন্ন্যাসীরা বারবার শয়তানের গলা শুনতে পায়, ‘হে চরম পাপী বেনেডিক্ট, আমার বিরুদ্ধে তোমার কি আছে? আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।’ আসলে শয়তান যতই করুক না কেন, সাধু মানুষকে ভয় করে, কেননা মানুষের পবিত্র আচরণই যে শয়তানকে পরাজিত করে।

একদিন আব্বা বেনেডিক্টের কানে এই খবর এল যে, পার্শ্ববর্তী পর্বতে একজন সাধু অদ্ভুত অবস্থায় বাস করেন। তাঁর নাম মার্টিন। মার্টিন খুবই ত্যাগী একজন সন্ন্যাসী। তপস্যার খাতিরে তিনি অনেক বছর ধরে একটা গুহায় থেকে লোহার শেকল দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আব্বা বেনেডিক্ট অতিরঞ্জিত কিছুই পছন্দ করতেন না। যাই হোক তিনি একদিন মার্টিনকে গিয়ে বললেন, ‘মার্টিন, তুমি অবশ্যই যীশুর একজন প্রকৃত দাস। সুতরাং এ লোহার শেকল নিয়ে তত ব্যস্ত হয়ো না, বরং খ্রীষ্টপ্রেম সম্বন্ধেই সতর্ক থাকো।’ মার্টিন কথাটা বুঝতে পেরে শেকলটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্বিগুণ প্রেমেই ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করলেন। ঈশ্বরপ্রেমই সেই মধুর শেকল যা পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করে এবং প্রকৃত আনন্দ সৃষ্টি করে।

দেব-দেবীর যত ফেলানো মন্দির ধূলিসাৎ করে আব্বা বেনেডিক্ট এবার প্রকৃত ঈশ্বরেরই মন্দির নির্মাণকাজে হাত দিলেন। তারপর তিনি ভাবলেন, ‘আগাগোড়া নতুন একটি দালান নির্মাণ না করে আমি পর্বতচূড়ার দুর্গটিই মঠ হিসাবে ব্যবহার করব।’ সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সন্ন্যাসীদের সাহায্যে দুর্গটা প্রয়োজন মত মেরামত করে সুন্দর একটি মঠে রূপান্তরিত করে সেখানে উপাসনালয়, শোয়ার ঘর এবং খাবার ঘর ছাড়া অতিথিশালা ও গোডাউনও করলেন।

সন্ন্যাসীরা কাজ করছেন ঠিকই, কিন্তু শয়তান যে শুধু হাতে বসে আছে এমন নয়। বস্তুত শয়তান আবার বিভিন্ন দিক দিয়ে সন্ন্যাসীদের শান্তিকে হুমকি দিতে লাগল। ‘আব্বা—একদিন তারা তাঁকে বলেন—মাঠে এমন একটা পাথর রয়েছে যা আমরা সবাই মিলেও একবিন্দুও নাড়াতে পারছি না।’ আব্বা বেনেডিক্ট ভাল করেই জানেন তাঁর শিষ্যদের গায়ের শক্তি কম নয়। ‘আচ্ছা, চল, আমি নিজেই তোমাদের সঙ্গে ওখানে যাচ্ছি।’ তাঁর উপস্থিতিতে সন্ন্যাসীরা অতি সহজেই পাথরটা সরাতে পারল। তারা তো একেবারে অবাক। ‘এ কি হল—তারা বলল—সারাদিন চেষ্টা করেও পাথর সরাতে পারলাম না অথচ এখন কত সহজে পারলাম।’ কিন্তু আব্বা তাদের বললেন, ‘গর্তের মধ্যে ভাল করে খোঁজ, দেখ কি আছে।’ আর তারা খুঁজে বার করল ছোট্ট একটা দেবমূর্তি। সেটার মাধ্যমেই শয়তান আশ্রমে উপস্থিত থাকবে বলে মনে করেছিল কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হল, ‘বেনেডিক্টের সঙ্গে পারা যায় না!’

সন্ন্যাসীরা ছোট্ট সেই মূর্তিটা রান্নাঘরের এক কোণে ফেলে দিয়েছিল। পরদিন দেখা গেল রান্নাঘরে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা জল ঢালতে লাগল কিন্তু আগুন নিভাতে না পারায় তারা মনে করছিল যে সেই ছোট্ট মূর্তিটাই অসাধারণ অগ্নিকাণ্ডের কারণ। ইতিমধ্যে আব্বা বেনেডিক্ট সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বুঝতে পারলেন, এ শয়তানের আর একটা হামলা। তাই তিনি বললেন, ‘জল ঢালার কোন দরকার নেই।’ উপস্থিত সবাই হুকুমের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বললেন, ‘জল না ঢাললে মঠ যে ছাই হয়ে যাবে!’ তবু আব্বা বেনেডিক্ট আবার বললেন, ‘জল ঢালা দরকার নেই। তোমরা যে আগুন দেখতে পাচ্ছ, সেটা শয়তানের তৈরী মরীচিকামাত্র।’ তাঁর নির্দেশে সকলে ক্রুশচিহ্ন করল, আর তৎক্ষণাৎ আগুন নিশ্চিহ্ন।

সেখানকার জমিদার একদিন একটি যুবকের মাধ্যমে আব্বার জন্য দুই বোতল আঙুররস পাঠাল। যুবকটি কিন্তু পানাসক্ত। একটা বোতল লুকিয়ে রেখে সে আব্বাকে মাত্র একটা দিল। শান্তভাবে আব্বা তাকে বললেন, ‘বৎস, তোমার চাদরের নিচে যে বোতলটা লুকিয়ে রেখেছ, সেটার গায়ের আচ্ছাদন খুলে দেখ তো ভিতরে কি আছে।’ আর দেখা গেল, ভিতরে রয়েছে বিষাক্ত একটা সাপ। তখন যুবকটি ভীষণ ভয় পেয়ে তার চালাকির জন্য আব্বার কাছে ক্ষমা চাইল।

প্রার্থনা ও পরিশ্রম

আব্বা বেনেডিক্টের পরিচালনায় কাসিনো একটি আদর্শ আশ্রম হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীরা দিনে সাতবার উপাসনালয়ে গিয়ে সমবেতভাবে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতেন। তাছাড়া এক একজন সন্ন্যাসী এক একটা বিশেষ কাজে দক্ষ, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে আশ্রমকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারে। প্রার্থনা ও পরিশ্রম হল আশ্রমের নিয়ম।

আতিথ্য—বিশেষভাবে গরিবদেরই প্রতি আতিথ্য—ছিল আব্বা বেনেডিক্টের আর একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। অতিথি এলে তিনি নিজেই তার হাত-পা ধুয়ে দিয়ে সম্মান দেখাতেন। তিনি বলতেন, 'অতিথির বেশে যীশুই আমাদের দেখতে আসেন।'

একদিন গোডাউনে গম ফুরিয়ে গেলে সন্ন্যাসীরা খুবই চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। কালকে কী খাব? নিরুদ্বিগ্ন হয়ে আব্বা তাদের বললেন, 'ভ্রাতৃগণ, ভয় পেয়ো না। এসো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আকাশের পাখিদের যিনি যত্ন নেন, তিনি তাঁর সেবায় নিয়োজিত সন্ন্যাসীদের অভাবের সময়ে ছেড়ে যাবেন না।' পরদিন সকালেই দ্বাররক্ষক সন্ন্যাসী আশ্রমের দরজার সামনে দু'শ বস্তা সেরা গম পেয়ে আনন্দে মেতে উঠল।

ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বহু গরিব লোক কিছু খাবার পাবার আশায় আশ্রমে আসতে লাগল। বাবুর্চি সন্ন্যাসী আব্বাকে বলল, 'গোডাউনে খাবার প্রায় আর নেই; এত গরিবদের আর রাখতে পারছি না। কি করব?' আব্বা উত্তরে বললেন, 'এই গরিবেরা অতিথি বলে, আমাদের মধ্যে যীশু উপস্থিত। অতএব, কি করব, এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। গোডাউন থেকে সবকিছুই বের করা হোক।' বাবুর্চি কিন্তু এক বোতল তেল গোপনে রেখে দিল। আব্বা বেনেডিক্ট হঠাৎ বাবুর্চির সঙ্গে গোডাউনে গিয়ে দেখেন এক জায়গায় সেই বোতল লুকোনো রয়েছে। তিনি বাবুর্চি সন্ন্যাসীকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে সবকিছুই দিতে বলিনি?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি হতভম্ব বাবুর্চির সামনে বোতলটা ধরে জানালার বাইরে ফেলে দিলেন। পরদিন বাবুর্চি সন্ন্যাসী নিরাশ হয়ে গোডাউনে ঢুকেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সামনে রয়েছে সেই তেলের বোতল এবং চারদিকে রয়েছে আলু, গম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস। যারা তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঈশ্বর তাদের পুরস্কৃত করেন। এ সত্য বুঝতে পেরে বাবুর্চি সন্ন্যাসী আনন্দে নাচতে লাগল।

একজন সন্ন্যাসী একদিন সিদ্ধান্ত নিল, 'আমি আর আশ্রমে থাকব না। সন্ন্যাস-ব্রত ভেঙে চলে যাব।' সে আশ্রমের বাইরে যাচ্ছে এমন সময় প্রচণ্ড একটা দানব তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে গ্রাস করার জন্য প্রস্তুত হল। সন্ন্যাসী নিজ ভুল বুঝতে পেরে আব্বার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং মৃত্যু পর্যন্ত আশ্রমের বাইরে না গিয়ে উত্তম ও আদর্শ জীবন যাপন করল।

আশেপাশের লোকে আব্বা বেনেডিক্টকে অসহায় ও গরিবদের রক্ষাকর্তা বলেই মানত। একদিন জাল্লা নামে একজন বর্বর সেনাপতি একজন গরিবকে বন্দি করে বলল, 'তোমার পুঁজি আমাকে না দিলে তোমাকে হত্যা করব।' কিন্তু গরিব লোকটির কাছে কিছু না থাকায় সে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দেয়। তখন গরিব লোকটি বুদ্ধি করে বলল, 'আমার টাকা আছে বটে, কিন্তু তা আব্বা বেনেডিক্টের কাছে গচ্ছিত রয়েছে।' জাল্লা তাড়াতাড়ি আশ্রমে গিয়ে আব্বার কাছে টাকা চাইল। আব্বা বেনেডিক্ট হাসিমুখে জাল্লার দিকে তাকালেন, তারপর সেই গরিবের দিকে দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তাকাতেই হঠাৎ তার গায়ের দড়ির বাঁধনগুলো এমনিই খুলে গেল। তৎক্ষণাৎ জাল্লা আব্বার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। আব্বা বেনেডিক্ট দু'জন সন্ন্যাসীকে ডেকে বললেন, 'আজ আমাদের মধ্যে দু'জন অতিথি আছে; তাদের যত্ন নাও।'

বর্বরদের নির্মম রাজা তোতিলা একদিন আব্বা বেনেডিক্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু হল কি, আব্বার সামনে গিয়ে তিনি আব্বার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারলেন না, যার জন্য হাত উঁচু করে তাঁকে নিজের চোখ ঢাকতে হল। আব্বা তাঁকে বললেন, 'মহারাজ জানুপাত করুন।' তোতিলা বাধ্য না হয়ে পারলেন না। তারপর আব্বা তাঁকে একটা উপদেশ দিলেন। বিশেষভাবে তাঁর নির্মমতার জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন এবং দশ বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন। কথিত আছে, সেইদিন থেকে তোতিলা আর তত নির্মমতা দেখাননি এবং ঠিক দশ বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিদায়

৫৪৭ সালে ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে আব্বা বেনেডিক্টের বোন স্কলাস্তিকা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। স্কলাস্তিকাও বড় ভাইয়ের আদর্শে সন্ন্যাসিনীদের একটা আশ্রম খুলেছিলেন। যদিও স্কলাস্তিকা তাঁর আপন বোন, তবুও নারী বলে সন্ন্যাসীদের আশ্রমে তাঁর ঢোকা নিষেধ ছিল। এজন্য কাসিনো পর্বতের পদতলে আব্বা মহিলাদের জন্য একটা বিশেষ অতিথিশালার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ অতিথিশালায়ই আজ ভাই-বোনের মধ্যে সাক্ষাৎ। তাঁরা দু'জন সারাদিন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। সন্ধ্যা এলে বোন, নিজের মৃত্যু বেশি দূরে নয় অনুভব করে ভাইকে বললেন, 'দাদা, আজ আর একটু একসঙ্গে থাকি।' সন্ন্যাসীরা আশ্রমের বাইরে রাত কাটাতে পারে না, নিয়মের খাতিরে আব্বা বেনেডিক্ট এতে তীব্র অসম্মতি জানালেন, কেননা নিজে আব্বা হয়ে নিয়ম ভঙ্গ করা তাঁর পক্ষে অনুচিত। ভাইয়ের অসম্মতিতে দুঃখিতা হয়ে স্কলাস্তিকা চোখ বুজে

টেবিলের উপরে মাথা নত করে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, ‘হে স্নেহময় পিতা পরমেশ্বর, তুমি তো জান আমার ভাইকে কত ভালবাসি। আমার মনের বাসনা পূরণ কর, প্রভু।’ ইতিমধ্যে আব্বা বেনেডিক্ট উঠে চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় পরিষ্কার সেই যে আকাশ হঠাৎ মেঘে কালো হয়ে গেল এবং মুষলধারায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। এ আবহাওয়ায় বাইরে যাওয়া আব্বার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি স্কলাস্তিকাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, ‘এ কি করলে তুমি? আশা করি তোমার এ কাজের জন্য ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন।’ উত্তরে স্কলাস্তিকা বললেন, ‘দাদা, এখানে থাকবার জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তুমি শুনলে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, আর তিনি এই ঝড়-বৃষ্টির মাধ্যমেই সাড়া দিলেন। এখন তুমি যাও তো দেখি কি করে যাও।’ আব্বা তখন মেনে নিলেন, ঈশ্বরের বিচারে ভাই-বোনের মধ্যে বোনেরই অন্তরে ভালবাসার মাত্রা বেশি। তাই ভাই-বোন আবার আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন এবং ভোর পর্যন্ত একসঙ্গে থাকলেন। তারপর পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে যে যাঁর আশ্রমে চলে গেলেন। কিছুদিন পর, ১০ই ফেব্রুয়ারী, আব্বা বেনেডিক্ট দেখেন, জ্যোতির্ময় একটি কপোত উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে। তিনি তখন আর্দ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘আমার অতি আদরের বোনটি মারা গেল, ওই যে কপোতের আকারে তার আত্মা স্বর্গে চলে যাচ্ছে।’

প্রায় এক মাস পরেই আব্বা বেনেডিক্ট খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বরে তাঁর সমস্ত শরীর কম্পমান। ২১শে মার্চ তারিখে তিনি সন্ন্যাসীদের বোঝালেন, তিনি উপাসনালয়ে যেতে চান। তিনি নিজে পুরোহিত না হওয়ায় কয়েকজন সন্ন্যাসীর সাহায্যে দাঁড়িয়ে, আশ্রমের পুরোহিতের হাত থেকে ভক্তিভরে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে প্রাণত্যাগ করলেন।

আব্বা বেনেডিক্টের মৃত্যুর পর তাঁর সন্ন্যাসসঙ্ঘ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সন্ন্যাসীদের অবিরত কাজের ফলে, বিশেষ করে রোম-সভ্যতার অধিকাংশ সাহিত্য আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন হয়ে আছে। সবাই স্বীকার করে যে বেনেডিক্টপন্থী সন্ন্যাসীরাই ইউরোপ সহাদেশের সভ্যতার কর্ণধার। এজন্য ১৯৪৭ সালে আব্বা বেনেডিক্টের ১৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মহামান্য পোপ দ্বাদশ পিউস তাঁকে বর্তমানকালের ইউরোপের বিশেষ স্বর্গীয় প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেন।

আজও আব্বা বেনেডিক্টের পন্থীরা প্রার্থনা ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বের কল্যাণে রত আছেন। তাদের আদিপিতার অনুকরণে মৌনতা রক্ষা করে বিনম্রতার সহিত তাঁর আদর্শ মেনে চলে। আজও দিনে দিনে তাদের আশ্রমগুলিতে সকল শ্রেণীর মানুষ আসে শান্তি পাবার আশায়, যে শান্তি আড়ম্বরপূর্ণ জগৎসংসার মানুষকে দিতে পারে না।